[২০২০] ৯ এস. সি. আর. ১

পুনঃ অভিবাসী শ্রমিকদের

সমস্যা এবং দুর্দশা

(২০২০ সালের ৬ নং সুও মোটু রিট পিটিশন (দেওয়ানি)

জুন ০৯,২০২০

[অশোক ভূষণ, সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিগণ]

কগনিজেন্স-স্বতঃপ্রণোদিত-কোভিড-১৯ মহামারী-আন্দোলন/পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা-আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ট্রেন, বাস বা অন্য উপায়ে আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবহন সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছেঃ প্রকল্প ও নীতিগুলি বাস্তবায়নে কিছু ত্রুটি ও ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের আধিকারিক ও কর্মীদের নজরদারি ও তদারকিকে সহজতর করবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে-অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ডিজিপি/পুলিশ কমিশনার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে পারেন-রাজ্য ২০০৫ সালের আইনের ৫১ ধারা এবং লকডাউনের সময় দায়ের করা অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধের জন্য অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা/অভিযোগ প্রত্যাহার করার কথাও বিবেচনা করতে পারে - রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট আটকে পড়া শ্রমিকদের ট্রেন, বাস বা অন্য কোনও মাধ্যমে পরিবহন করবে - তাদের নিজ স্থানে পৌঁছে যাওয়া শ্রমিকদের সরকারি প্রকল্প এবং কর্মসংস্থানের অন্যান্য উপায় সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর্তৃক পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে - রাজ্য তাদের কর্মসংস্থানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তনের সুবিধা দিতে পারে - অন্যান্য বিষয় বিবেচনা না করে অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ - ধারা ৬(২)(i), ১২ এবং ৫১ - আন্তঃরাজ্য অভিবাসী কর্মী (কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিষেবার শর্তাবলী) আইন, ১৯৭৯ - নির্মাণ শ্রমিক (কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিষেবার শর্তাবলী) আইন, ১৯৯৬ - অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইন, ২০০৮।

নির্দেশ জারি করে, আদালত

স্থির করেছে: ১.১। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের হলফনামায় বিভিন্ন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারি করা আদেশ এবং নির্দেশিকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর অধীনে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক জারি করা আদেশ, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির গৃহীত নীতি

এবং সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দাবি করেছে যে তারা সমস্ত নির্দেশ ও নীতি অনুসরণ করছে এবং প্রয়োজনীয় গ্রহণ করছে। ত্রাণ শিবির, আশ্রয় শিবির পরিচালনা, অভিবাসীদের খাদ্য ও জলের চাহিদা মেটানো, অভিবাসী শ্রমিকদের তাদের জন্মভূমিতে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা মেটানো রাজ্যগুলির নীতি ও উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম থাকতে পারে না, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যাঁদের উপর বিজ্ঞপ্তি, নীতি ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন সেই প্রকল্পগুলি দক্ষতার সঙ্গে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করেন। বিভিন্ন হস্তক্ষেপকারীরা তাঁদের আবেদন ও হলফনামায় প্রকল্প ও নীতিগুলি বাস্তবায়নে ত্রুটি ও ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাঁদের আধিকারিক ও কর্মীদের নজরদারি ও নজরদারি সহজতর করতে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। নথি থেকে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, রাজ্যগুলির পুলিশ আধিকারিকরা, আধা-সামরিক বাহিনী যেখানেই মোতায়েন রয়েছে, তাঁরা প্রশংসনীয় কাজ করছে, কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত কাজের কিছু উদাহরণ রয়েছে। পরিযায়ী নাবিকরা, যাঁরা তাঁদের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের জন্মস্থানে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই ভুগছেন। সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁদের পুলিশ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে সবসময়ই মানবিক উপায়ে মোকাবিলা করতে হয়। সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ/পুলিশ কমিশনার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেন না। [অনুচ্ছেদ ২৬]

১.২। ট্রেন, সড়ক বা অন্যান্য মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের নিজ স্থানে পরিবহনের ক্ষেত্রে, আটকে পড়া শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার, রেলওয়ে এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির সহায়তায় কাজ করেছে। কিন্তু এখনও বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা রয়েছেন। রেকর্ডে উল্লিখিত ট্রেনের চাহিদার সময়সূচী থেকে জানা যায় যে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ০৩.০৬.২০২০ থেকে ১৬.০৬.২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭১টি ট্রেনের চাহিদা রয়েছে। সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত আটকে পড়া শ্রমিকদের ট্রেন, বাস বা অন্য কোনও মাধ্যমে পরিবহনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[অনুচ্ছেদ ২৮]

১.৩। বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের শনাক্তকরণের জন্য ইতিমধ্যেই নিবন্ধনের প্রটোকল চালু করা হয়েছে। নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য ইতিমধ্যেই ২৮.০৫.২০২০-এর নির্দেশ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং যে পরিযায়ী শ্রমিকরা এখনও নিবন্ধিত হননি, তাঁদের চিহ্নিতকরণ অবিলম্বে সম্পন্ন করা হবে। পুলিশ স্টেশন এবং স্থানীয় প্রশাসনের অন্যান্য স্থান সহ আশেপাশের জায়গাগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিবন্ধনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটিকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আটকে পড়া শ্রমিকদের ট্রেন ও বাসে ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্য, যা আটকে থাকা শ্রমিকদের হাতে নেওয়া হবে, তা স্থানীয় সংবাদপত্র, স্থানীয় টি. ভি-র মাধ্যমে প্রচার করা উচিত। চ্যানেলগুলি যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়। [অনুচ্ছেদ ৩০]

১.৪। আটকে পড়া শ্রমিকদের অধিকাংশই তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রধান কাজ যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এখন করতে হবে, তা হল যাঁরা তাঁদের কর্মসংস্থান বন্ধ করে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে এসেছেন, তাঁদের যত্ন নেওয়া। পরিযায়ী শ্রমিকদের বিবরণ, তাঁদের দক্ষতার প্রকৃতি, তাঁদের পূর্ববর্তী কর্মসংস্থানের স্থান, গ্রাম, ব্লক এবং জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দ্বারা প্রণীত প্রফর্মে বজায় রাখা হবে, যাতে রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং জেলা কর্তৃপক্ষ এই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারে।সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি ব্লক স্তরে এবং জেলা পর্যায়ে পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করবে যাতে এই শ্রমিকদের সরকারি প্রকল্প এবং কর্মসংস্থানের অন্যান্য সুযোগ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা যায়। রাজ্যও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং যে শ্রমিকরা তাদের চাকরিতে ফিরে আসতে চায় তাদের সহজতর করতে পারে। রেল কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় হেল্প ডেস্ক তৈরি করে রাজ্যকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দেশের মানুষের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলি ছাড়াও, প্রতিটি রাজ্যের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উপায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। সমস্ত রাজ্যগুলিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে প্রয়োগ করা বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নথিভুক্ত করতে হবে যা এই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপকৃত করতে পারে যাতে এই আদালত

এই বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানের জন্য এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারে।এইভাবে, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন দিকের প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত হলফনামা দাখিল করা হয়েছের জন্য আরও দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে, যা এই আদেশে লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার অভিবাসী শ্রমিকদের দ্বারা নেওয়া যেতে পারে এমন বিভিন্ন প্রকল্পগুলিও নথিভুক্ত করতে পারে যা দুই সপ্তাহের মধ্যে অতিরিক্ত হলফনামা দ্বারাও নেওয়া যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৩১,৩২]

১.৫ লকডাউন ব্যবস্থার কারণে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের কর্মস্থল/কর্মসংস্থানের উৎস বন্ধ থাকায় দেশের বিভিন্ন অংশে তাদের নিজ শহরে পৌঁছনোর জন্য চলাচল করতে শুরু করে। নির্দেশিকাগুলির অধীনে, পরিযায়ী শ্রমিকদের চলাচলও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ৫১ ধারার অধীনে একটি অপরাধ। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের চলাচল বন্ধ করতে শুরু করে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কিছু প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনও নথিভুক্ত করে। অভিবাসী শ্রমিক, পর্যটক এবং শিক্ষার্থীদের চলাচলের অনুমতি সরকার কেবলমাত্র ১লা তারিখ থেকেই দিয়েছিল। রাস্তায় চলাচলে লকডাউন ব্যবস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগ থাকতে পারে। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ বন্ধ হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন, তাঁরা তাঁদের নিজ শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর এই পরিযায়ী শ্রমিকদের চলাচলের পদক্ষেপ ছিল পরিস্থিতির কারণে। রাজ্য সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ৫১-এ উল্লিখিত অপরাধ এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর অধীনে দায়ের করা অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধের জন্য এই ধরনের পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা/অভিযোগ প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৩৩]

১.৬ উপরে যা নির্দেশ করা হয়েছে তা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা না করে পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও কিছু নির্দেশ জারি করা প্রয়োজন। সুতরাং, ইতিমধ্যে ২৮.০৫.২০২০ তারিখের আদেশ দ্বারা জারি করা নির্দেশ এবং উপরে নির্দেশিত পদক্ষেপগুলি ছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আরও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫]

দেওয়ানি মৌলিক এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ৬ নং সুও মোটু রিট পিটিশন (দেওয়ানি)

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে

সহ

ডব্লিউ.পি. (সি) ডায়েরি নং ১১৩৯৪/২০২০ এবং ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৫১১/২০২০

তুষার মেহতা, এস. জি., কে. এম. নটরাজ, সঞ্জয় জৈন, এ. এস. জি., এস. সি ভার্মা, অমিত কুমার, অতুল নন্দা, এ. জি., প্রভুলিং নাভাদগি, অভিনব মুখার্জি, সৌরভ মিশ্র, জয়ন্ত মুথুরাজ, আশিস কুমার, সুশ্রী ঐশ্বর্য ভাটি, নলিন কোহলি, এ. এ. জি., মনিন্দর সিং, রঞ্জিত কুমার, শ্রীমতী মনীষা লাভ কুমার, আমান লেখী, ড. মনীশ সিংভি, বিক্রমজিৎ ব্যানার্জি, পি. এস., নরসিমা, আর. বালাসুব্রমনিয়াম, কপিল সিবাল, সুশ্রী ইন্দিরা জয়সিং, অভিষেক সিংভি, কলিন গনসালভেস, জয়দীপ গুপ্ত, বি. এস. পাটিল, পি. চিদাম্বরম, আনন্দ গ্রোভার, সঞ্জয় পারিখ, সঙ্ক গোপালমরণ, কে. ভি. বিশ্বনাথন, কে. বিশ্বনাথন, অ্যাডভান্সিম্যান, প্রাচী মিশ্র, সুমির সোধি, প্রণব সচদেব, অরুণ পেডনেকর, শচীন পাটিল, অনিরুদ্ধ পি. মাই, সুশ্রী দীপানবিতা প্রিয়াঙ্কা, সুশ্রী বিহু শর্মা, সুশ্রী প্রতিষ্ঠান ভিজ, তপেশ কুমার সিং, সুশ্রী শশী জুনেজা, সুশ্রী পিঙ্কি বেহরা, বিক্রম হুলিগোল, শুভ্রাংশু পাধি, জি. প্রকাশ, জিষ্ণু এম. এল., রাহুল চিটনিস, শচীন পাটিল, পুখরম্বম-রমেশ কুমার, সুশ্রী অনুপমা নাগঙ্গম, করুণ শর্মা, অভিজিৎ মণি ত্রিপাঠি, সুশ্রী রেখা বকশী, শৌর্য সহায়, অর্জুন গর্গ, সুশ্রী রতি ট্যান্ডন, সিদ্ধেশ কোতোয়াল, সুশ্রী আস্থা শর্মা, সুশ্রী কে. এনাতোলি, সিবো মিশ্র, এস. করণ মিশ্র, শ্রী করণ, অশোক কুমার, সুশ্রী সচিন পাটিল, পুখরম্বম-রমেশ কুমার, সুশ্রী অনুপমা নাগঙ্গম, করুণ শর্মা, অভিজিৎ মণি ত্রিপাঠি, সুশ্রী রেখা বকশী, শ্রী অর্জুন গর্গ, সুশ্রী রেখা সচদেব, সুশ্রী রঙ্গোলি, নিখিল গোয়েল, নবীন গোয়েল, দুষ্যন্ত সামা, প্রশান্ত সিং বি., এম. শোয়েব আলম, মোজাহিদ করিম খান, রাজ বাহাদুর যাদব, ভি. জি. প্রাগসম, সুশ্রী নূপুর কুমার, সুনীল ফেমানদেস, অবিশকর সিংভি, মহম্মদ খান, বরুণ চোপড়া, ওমর হোদা, বাস্তুত ডালভি, সুশ্রী ঐশ্বর্য মহাপাত্রা, গুরতেজপাল সিং, নিতিন মিশ্র, সুশ্রী মিতালি গুপ্ত, পি. ভি. সুরেন্দ্রনাথ, বিজু পি. রমন, সুভাষ চন্দ্রন কে. আর, অলখ অলোক শ্রীবাস্তব, সত্য মিত্র, গুঞ্জন সিং, সিদ্ধার্থ সিম, সুশ্রী অনুপ্রদা সিং, সুশ্রী হরিণী রঘুপতি,

সুশ্রী প্রজ্ঞা গঞ্জু, সুশ্রী নানিতা শর্মা, প্রশান্ত ভূষণ, এজাজ মকবুল, সুশ্রী আকৃতি চৌবে, সুশ্রী ঐশ্বর্য সরকার, শাদান ফরাসত, রাজ কিশোর চৌধুরী, শিবম শর্মা, প্রদীপ কুমার মিত্তল, শাকিল আহমেদ, সন্দীপ কুমার ঝা, মোহিত পল, গৌতম তালুকদার, নরেন্দ্র কুমার, চিরাগ এম শ্রফ, সুশ্রী মিঠু জৈন, আমব বিদ্যার্থী, 'আইনজীবীগণ উপস্থিত দলগুলির জন্য।

ব্যক্তিগতভাবে আবেদনকারী।

আদালতের নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

আদেশ

১. আমাদের ২৮.০৫.২০২০ তারিখের আদেশ অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুশ্রী সাহেলি ঘোষ রায়ের দ্বারা শপথ নেওয়া একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। জবাবের হলফনামা! বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও বিভিন্ন রাজ্য এবং তথ্য দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে, যা ২৮.০৫.২০২০-এ এই আদালত কর্তৃক জারি করা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলী মেনে চলার দাবি করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার পাশাপাশি আবেদনে নির্দেশিত বিভিন্ন নির্দেশ জারি করার জন্য আবেদনও দায়ের করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার পক্ষ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কিত কিছু তথ্য উল্লেখ করে হস্তক্ষেপের জন্য বিভিন্ন আবেদনও দায়ের করা হয়েছে। হস্তক্ষেপকারীরা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের পরামর্শও দিয়েছেন।

২. আমরা শুনেছি যে, ভারতের বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, বিভিন্ন রাজ্যের আইনজীবী, শ্রী কপিল সিবাল, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ডঃ এ এম সিংভি, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী ইন্দিরা জয়সিং, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী কে ভি বিশ্বনাথন, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী কলিন গঞ্জালভেস, প্রবীণ আইনজীবী এবং শ্রী জয়দীপ গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবী এবং অন্যান্য আইনজীবী যারা এই কার্যধারায় আদালতকে সহায়তা করার জন্য জমা দিয়েছেন।

৩. বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, সমস্ত কোরোনা যোদ্ধা এবং সমগ্র দেশ অভূতপূর্ব মহামারীটির মোকাবিলা করেছে। তিনি বলেন যে, যখন জাতীয় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন প্রথম অগ্রাধিকার ছিল ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা এবং যাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের চলাচল সহ এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় কোনও মানুষের চলাচল না হয় তা নিশ্চিত করা। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর, ভারত সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৯.০৪.২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নেয়,

বিভিন্ন স্থানে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক, তীর্থযাত্রী, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের যাতায়াতের অনুমতি দেয়। ০১.০৫.২০২০ তারখে ভারত সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে যাতায়াতের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রেল মন্ত্রক প্রবাসী শ্রমিকদের তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ শ্রমিক ট্রেন চালানোর আদেশ জারি করেছে। রেল মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের জন্য নোডাল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে শ্রমিক ট্রেনগুলি গন্তব্যে যাচ্ছিল। বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা জমা দিয়েছেন যে পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় ৪২২৮টি শ্রমিক ট্রেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে যাচ্ছিল। বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা বলেন, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের মাধ্যমে প্রায় ৫৭.২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদির বিভিন্ন গন্তব্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রায় ৮০ শতাংশ ট্রেন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের দিকে যাচ্ছে এবং বাকি ট্রেনগুলি পূর্ব ভারতের দিকে যাচ্ছে। বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা আরও বলেন যে, প্রায় ৪১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ স্থান থেকে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা বলেছেন যে, রেল মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিবদের কাছে এই বিষয়ে "শ্রমিক রেলের মাধ্যমে আটকে পড়া ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য প্রস্তাবিত দাবি" সংক্রান্ত চিঠি জারি করেছে। উপরোক্ত চিঠির প্রতিক্রিয়ায়, বিভিন্ন রাজ্য থেকে ট্রেনের জন্য অনুরোধ পাওয়া গেছে, যা হল শেষ তারিখ যেখানে ট্রেনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তিনি জমা দিয়েছেন যে কোনও ট্রেনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের কাছ থেকে কোনও দাবি নেই। তিনি চার্টে উল্লেখ করেছেন, যা নথিভুক্ত আর-৬ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, হলফনামায় যেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে দাবি করা ট্রেনের বিবরণ সংকলিত করা হয়েছে।

৪. বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা বলেন যে, রেল মন্ত্রক স্পষ্ট করে দিয়েছে যে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের যে কোনও দাবি রেল মন্ত্রক ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূরণ করবে এবং মোট চাহিদা, যা এখন বাকি রয়েছে, তা হল মাত্র ১৭১টি ট্রেন, যেখানে মন্ত্রক আগে একদিনে ২৫০টি ট্রেন চালিয়েছে। শ্রী তুষার মেহতা বলেন যে, ট্রেন যাত্রার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনও ভাড়া চাওয়া হয় না এবং এটি উৎপত্তিস্থল ও গ্রহণকারী রাজ্যের মধ্যে ব্যবস্থা অনুযায়ী বহন করা হয়। তিনি দাবি করেন যে ট্রেন যাত্রায় খাবার এবং জলের ব্যবস্থা উৎপত্তিস্থল রাজ্য কর্তৃক করা হয় এবং ১২ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে যাত্রায়

একবেলা খাবারও রেলওয়ে কর্তৃক সরবরাহ করা হয়। শ্রী তুষার মেহতা বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পরিযায়ী শ্রমিকদের, যাঁরা রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁদের নিকটবর্তী রেল স্টেশনগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবহণের ব্যবস্থা করে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করছে। শ্রী তুষার মেহতা বলেন যে, বিভিন্ন শিল্প, কারখানা খোলার কারণে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং এর অধীনে জারি করা নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা আগে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁদের মন পরিবর্তন হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন এবং কাজ করছেন। শ্রী তুষার মেহতা আরও জানিয়েছেন যে, বেশ কয়েকটি রাজ্য শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন গ্রহণের জন্য সম্মতি না দেওয়ায় চাহিদা সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সম্মতি প্রত্যাহারের নির্দেশ জারি করেছে। শ্রী তুষার মেহতা বলেছেন যে, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার মতো কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রতি মাসে জনপ্রতি ৫ কেজি করে তিন মাসের জন্য (এপ্রিল-জুন, ২০২০) বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। শ্রী তুষার মেহতা বলেন যে, যে দাবিগুলি ইতিমধ্যেই রেলের কাছে রয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন রাজ্যের অনুরোধ অনুযায়ী সরবরাহ করা হবে এবং যদি আরও কোনও দাবি পাওয়া যায়, তা রেল ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূরণ করবে।

৫. মহারাষ্ট্র রাজ্য, এন. সি. টি দিল্লি রাজ্য এবং গুজরাট রাজ্য হল সেই রাজ্যগুলি যেখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিককে তাঁদের জন্মস্থানগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। এই রাজ্যগুলিও তাঁদের উত্তর দাখিল করেছে যা আমরা পরে লক্ষ্য করব। মহারাষ্ট্র রাজ্যের পক্ষ থেকে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। হলফনামায় বলা হয়েছে যে মহারাষ্ট্র সরকার ত্রাণ শিবির স্থাপনের মাধ্যমে লকডাউনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক সহ বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের বিনামূল্যে তাত্ক্ষণিক ত্রাণ প্রদানের জন্য একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বলা হয়েছে যে কাজটি সরবরাহ ও তদারকির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিগুলি বেসরকারি সংস্থা এবং সামাজিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকেও চিহ্নিত করে, যারা পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক। মহারাষ্ট্র রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী চিটনিস জানিয়েছেন যে প্রায় ১২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় পাঠানো হয়েছে। মহারাষ্ট্র সড়ক পরিবহন নিগমের বাসে ৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রীকে বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে,

মহারাষ্ট্র রাজ্যে এখনও কতজন আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন, সে সম্পর্কে শ্রী চিটনিস বলেন যে, প্রায় ৩৭,০০০ মানুষ এখনও ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আরও বলেন যে, মহারাষ্ট্র রাজ্য রেলের কাছে শুধুমাত্র একটি ট্রেনের জন্য অনুরোধ করেছে। তিনি আরও বলেন যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং রাজ্য দ্বারা পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং বেশিরভাগ শ্রমিককে ত্রাণ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যেখানে তাঁরা বাস ও ট্রেনে ওঠার জন্য তাঁদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, যদিও হলফনামায় রাজ্য দাবি করে যে, তারা পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করছে এবং সমগ্র শ্রমিকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তবে হস্তক্ষেপকারী এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নথিভুক্ত বিভিন্ন হলফনামায় এবং উপকরণগুলিতে এই দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। এটি দাখিল করা হয়েছে হয়েছে যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবারের কোনও যথাযথ ব্যবস্থা নেই বা শ্রমিকদের নিবন্ধনের কোনও সহজ পদ্ধতি নেই। রাজ্যের নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নে রাজ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিশাল ত্রুটি রয়েছে এবং বেশিরভাগ দাবি কেবল কাগজে রয়েছে যা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় দুর্দশা ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. আমাদের অভিমত হল যে, মহারাষ্ট্র রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করার জন্য রাজ্যকে আরও সতর্ক ও মনোনিবেশিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক। সরকারের উচিত সেইসব শ্রমিকদের চিহ্নিত/নিবন্ধনের জন্য যে জায়গাগুলি পুলিশ স্টেশন বা অন্য কোনও উপযুক্ত জায়গা, যাদের এখনও কোনও ট্রেন বা বাস যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করা এবং ঘোষণা করা। রাজ্য তত্ত্বাবধায়ক কমিটি, জেলা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এবং তার আধিকারিকদের নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা তাঁদের জন্মস্থানে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের চিহ্নিত করা উচিত, তাঁদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করা উচিত এবং আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্বারা জোমি বা খাবারের সুবিধা না দেওয়ার কোনও অভিযোগ পাওয়া উচিত নয়।

৭. অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী সঞ্জয় জৈন দিল্লির এনসিটি-র হয়ে হাজির হয়েছেন। শ্রী জৈন জানিয়েছেন যে, দিল্লির এনসিটি থেকে প্রায় ৩ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ২৩৬টি ট্রেনে করে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় পাঠানো হয়েছে এবং প্রায় ১২,০০০ জনকে বাসে করে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই প্রায় ৬.৫ লক্ষ মানুষ এনসিটি-র দিল্লি সরকারের ওয়েব পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই নিবন্ধিত ব্যক্তিদের কাছে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য এস. এম. এস এবং আই. ভি. আর পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন যে প্রায় ২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক তাদের জন্মস্থানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সম্ভবত এই কারণে যে শিল্প ও প্রতিষ্ঠান খোলার পর তারা আবার কাজে

যোগ দিয়েছেন। শ্রী জৈন বলেন যে, দিল্লির এনসিটি পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করবে, যাঁরা তাঁদের জন্মস্থানে যেতে ইচ্ছুক এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় রেল ও সড়ক পরিবহণের সুবিধা প্রদান করবে। শ্রী জৈন আরও বলেন যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধার্থে চিকিৎসা, স্ক্রিনিং এবং হেল্প ডেস্ক কেন্দ্র রয়েছে।

৮। গুজরাট রাজ্যের পক্ষ থেকে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টও দাখিল করা হয়েছে। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনিন্দর সিং দাখিল করেছেন যে ০১.০৬.২০২০ পর্যন্ত, ৯৯৯টি শ্রমিক ট্রেনের মাধ্যমে ১৪ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিককে তাদের নিজ স্থানে পাঠানো হয়েছে। ২৪.০৫.২০২০ থেকে, শ্রমিক ট্রেনের জন্য কোনও ট্রেন ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না। তিনি দাখিল করেছেন যে গুজরাটে প্রায় ২৩ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন স্থানে কাজ করছিলেন। প্রায় ৫,৭৫,০০০ শ্রমিককে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। তিনি দাখিল করেছেন যে ২৩ লক্ষের মধ্যে প্রায় ২০,৫০,০০০ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনও বাস ভাড়া নেওয়া হয়নি এবং চার্জ করা হবে না। ২৮.০৫.২০২০ তারিখে এই আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী রাজ্য কর্তৃক পালন করা হচ্ছে। নিবন্ধনের জন্য সরকার একটি অনলাইন পোর্টাল "ডিজিটাল গুজরাট" স্থাপন করেছে এবং একটি সমান্তরাল, কার্যকর, বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাও তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য হল যে একবার অভিবাসী শ্রমিকের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে, তিনি ৪-৫ দিনের মধ্যে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের অবহিত করা হবে। শ্রম কমিশনার কর্তৃক বেশ কয়েকটি পরামর্শ জারি করা হয়েছে। গুজরাট সরকার ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের অধীনে নিবন্ধিত অভিবাসী শ্রমিক সহ শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০০০/- টাকা স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে খাবারও সরবরাহ করা হয়। শ্রী মনিন্দর সিং আরও দাবি করেছেন যে কেবলমাত্র কিছু শ্রমিকই হয়তো তাদের নিজ দেশে যেতে ইচ্ছুক, অন্যরা পুনরায় তাদের কর্মসংস্থানে যোগদান করেছেন।

৯। আমাদের ২৮.০৫.২০২০ তারিখের আদেশ অনুসারে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য তাদের বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া দাখিল করেছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের তরফে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পি. এস. নরসিম্হা উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী নরসিম্হা জানিয়েছেন যে ২৫ লক্ষ শ্রমিক সফলভাবে এবং নিরাপদে তাঁদের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগমের বাসগুলি সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে ও বিনা মূল্যে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছনোর বিষয়টি নিশ্চিত করছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ১৫ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় এবং কেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় তাকে একটি রেশন কিট এবং ১০০০/- টাকা নগদ দেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন যে

অন্যান্য রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রহণের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠানোর জন্য বিশেষ ট্রেনও চালানো হয় এবং ১ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিককে নিরাপদে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছে। শ্রী নরসিম্হা বলেন যে, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে কোনও পরিযায়ী শ্রমিক অবশিষ্ট নেই, যাঁদের কোনও রাজ্যে যেতে হবে। শ্রমিক ট্রেনগুলি ছাড়াও, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য দ্বারা অন্যান্য রাজ্য থেকে অর্থাৎ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসে করে আনা হয়েছে। রাজস্থান, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়েও বাস পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাও দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকার খাবারের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাও করেছে এবং সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়েছে। যে সমস্ত অভিবাসীদের রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেছে, তাদের জাতীয় মহাসড়কগুলিতে পিক-আপ এবং ড্রপ পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে এবং অভিবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র বা 'কোয়ারানটাইন সেন্টারে' নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই আদালত কর্তৃক '২৮.০৫.২০২০'-এ জারি করা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলী সম্পর্কে উত্তরে সম্মতি দেওয়ার বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রী নরসিংহ আরও জমা দিয়েছেন যে রাজ্য সরকার রাজ্যে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের আরও বেশি করে কর্মসংস্থান দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রায় ১১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের শিল্প ইউনিটে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

১০. বিহার রাজ্যের তরফে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে যে প্রায় ২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বিহার রাজ্যে ফিরে এসেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা ট্রেনের পাশাপাশি সড়ক পরিবহণের মাধ্যমেও ফিরে এসেছেন। রাজ্য শিবির স্থাপন করেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য জেলা কাউন্সেলিং কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে, যারা দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর পরীক্ষা করবে এবং রাজ্যে উপলব্ধ কর্মসংস্থানের বিকল্পগুলির পরামর্শ দেবে। রাজ্যের বাইরে আটকে পড়া বিহারের প্রতিটি পরিযায়ী শ্রমিককে রাজ্য ১০০০ টাকা প্রদান করেছে।

১১. মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের পক্ষ থেকে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টও দাখিল করা হয়েছে। ছদ্মবেশী আইনজীবী দ্বারা দাখিল করা হয়েছে হয়েছে যে প্রায় ১৪ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরে এসেছেন এবং মাত্র ২৫,০০০ শ্রমিক রয়েছেন, যাঁরা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে ফিরে আসতে বাকি রয়েছেন। সরকার অন্যান্য রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের আনার জন্য বাস মোতায়েন করেছে। রাজ্যটি অভিবাসী শ্রমিকদের জরিপ করার প্রস্তাব করেছে এবং তাদের সম্ভাব্য কর্মসংস্থান প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে

শ্রমিকদের নিবন্ধিত করা হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এই আদালত কর্তৃক জারি করা ২৮.০৫.২০২০ নির্দেশের বিষয়ে, রাজ্য কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণও গণনা করা হয়েছে।

১২। রাজস্থান রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী ডঃ মণীশ সিংভি বলেন যে, প্রায় ১৩.৬ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছেন এবং রাজস্থান রাজ্যে খুব বেশি পরিযায়ী শ্রমিক নেই, যাঁরা তাঁদের নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

১৩, কামাটকা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে ১ লক্ষেরও কম আটকা পড়া অভিবাসী শ্রমিক রয়েছেন, যারা এখনও অবসরের অপেক্ষায় রয়েছেন, তিনি আরও জমা দিয়েছেন যে ব্যাঙ্গালোর এবং অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পগুলি খোলার কারণে বেশিরভাগ শ্রমিক তাদের চাকরিতে পুনরায় যোগদান করেছেন।

১৪. কেরালা রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবী জানিয়েছেন যে ১০০টি শ্রমিক ট্রেনে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার শ্রমিককে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক এখনও ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন,

১৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও ২৮.০৫.২০২০ তারিখের আদেশ মেনে হলফনামা দাখিল করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে ৬,৮২,৫৫৮ শ্রমিকরা এখনও পশ্চিমবঙ্গে আসতে হবে, যারা বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে। রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে রাজ্যটি মূল রাজ্যের জন্য যতগুলি বিশেষ ট্রেনের প্রয়োজন ততগুলি থাকার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক। বিশেষ ট্রেনে ভ্রমণের জন্য, অভিবাসীদের পক্ষ থেকে পুরো খরচ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বহন করছে। রাজ্য আরও বলেছে যে তীব্র ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ১৭টি ট্রেনের দাবি করেছে, যারা সেখানে আটকা পড়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে অল্প সময়ের মধ্যে, দুই সপ্তাহের বেশি নয়, সমস্ত আটকা পড়া শ্রমিকদের তাদের নিজ নিজ জায়গায় পাঠানো হবে।

১৬. আমরা অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদেরও শুনেছি। আটকে পড়া অভিবাসী শ্রমিকদের এবং যারা রাজ্যে এসেছেন তাদের পরিসংখ্যানের পার্থক্য ছাড়া কমবেশি অনুরূপ দাখিল করা হয়েছে হয়েছে।

১৭. বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেলের পাশাপাশি বিজ্ঞ আইনজীবীর কথা শোনার পর, আমরা কয়েকজন বিজ্ঞ আইনজীবীর কথাও শুনেছি, যারা অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থার

উন্নতির জন্য তাদের পরামর্শ দিয়ে আদালতকে সহায়তা করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

১৮। প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কপিল সিবাল দুটি বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ১২ নং ধারায় উল্লিখিত ন্যূনতম ত্রাণের নির্দেশিকা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে শ্রী সিবাল বলেন যে, রাজ্যগুলিকে অভিবাসীদের নিবন্ধনের জন্য বিকেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যাতে তাঁদের নিজ জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ অবিলম্বে পূরণ করা যায়। তিনি বলেন যে, অভিবাসীদের পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত করতে বলা যেতে পারে, যার এখতিয়ারে তাঁরা বর্তমানে বসবাস করছেন।

১৯। প্রবীণ আইনজীবী সুশ্রী ইন্দিরা জয়সিং বলেন যে এখনও হাজার হাজার শ্রমিক ফিরে আসেননি। তিনি বলেন যে বিভিন্ন রাজ্যে যে সংখ্যক ট্রেন চাওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি এবং শ্রমিকদের অবিলম্বে পরিবহনের সুবিধার্থে রাজ্যকে আরও ট্রেন দাবি করতে হবে। তিনি বলেন যে নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়াটি সহজতর করা উচিত অর্থাৎ নিবন্ধনের জন্য তামিলনাড়ু রাজ্য তৃতীয় পক্ষের ঠিকাদার নিয়োগ করেছে। এটি ইংরেজিতে ২১ টি উত্তর পূরণ করার জন্য একটি ফর্ম নিয়ে এসেছে, যা অভিবাসীদের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে, যাদের বেশিরভাগই নিরক্ষর। ট্রেন ও বাসের ঘাটতি অবিলম্বে রাজ্য দ্বারা যত্ন নেওয়া উচিত। এটি দাখিল করা হয়েছে হয়েছে যে শ্রমিকরা বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করেছে। সুশ্রী ইন্দিরা জয়সিং আরও জমা দিয়েছেন যে সারা দেশে সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রগুলি নোংরা বলে জানা গেছে, চিকিৎসা সুবিধা সহ অশুচি শৌচাগার অনুপস্থিত, খাদ্য বিতরণও দাবি অনুযায়ী হচ্ছে না। তিনি জমা দিয়েছেন যে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তত ৭৫০০ টাকা-এর নগদ সহায়তা দেওয়া উচিত। টি. ভি., অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং সংবাদপত্রে ট্রেনের তথ্য প্রচার করে যাতে ট্রেনের সময়, স্থান এবং গন্তব্য সম্পর্কে কোনও বিভ্রান্তি না হয়। অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া উচিত। এটি আরও দাখিল করা হয়েছে যে ১৪.০৫.২০২০-এর বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, দুই মাসের জন্য প্রতি মাসে জনপ্রতি ৫ কেজি শস্য এবং প্রতি পরিবারকে প্রতি মাসে। কেজি চানা ডাল বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা দুই সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

২০. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কলিন গনসালভিস যুক্তি দেন যে রাজ্যগুলির উচিত অভিবাসী শ্রমিকদের পুলিশ স্টেশন/রেলওয়ে স্টেশনে

নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া। তিনি আরও বলেন যে, যে পরিযায়ী শ্রমিকরা উপসর্গহীন অবস্থায় তাঁদের জন্মস্থানে পৌঁছবেন, তাঁদের কোয়ারানটাইন করা উচিত নয় এবং কোয়ারানটাইন কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র উপসর্গযুক্ত অভিবাসীদের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

২১। প্রবীণ আইনজীবী ডঃ অভিষেক মনু সিংভি আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ, অভ্যর্থনা/সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন, দেশব্যাপী পরিকল্পনা প্রণয়ন, ওষুধ, খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, ঘোষিত আর্থিক ত্রাণ প্রকাশ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, কল্যাণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং সচেতনতা কর্মসূচি চালু করার বিষয়েও পরামর্শ দিয়েছেন।

২২। প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কে. ভি বিশ্বনাথন এন. এল. এস-অভিবাসী মজদুর কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেছেন। যার অধীনে ১৮০ জন অভিবাসীকে মুম্বাই থেকে ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে এন. এল. এস-অভিবাসী মজদুর কর্মসূচি, বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল 'স্কুল অফ ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের একটি উদ্যোগ।

২৩. প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্তও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সরাসরি হস্তান্তরের নির্দেশের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি মৃত্যুর কারণে রেলওয়ের দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে জমা দিয়েছেন।

২৪, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হস্তক্ষেপের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিল, যা মঞ্জুর করা হয়েছে। আবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ছয়টি উদাহরণ উল্লেখ করেছে যেখানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়গুলি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগকে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সেই কার্যধারাটিকে তার যৌক্তিক লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপেরও পরামর্শ দিয়েছে। আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক (কর্মসংস্থানের নিয়মাবলী এবং পরিষেবার শর্তাবলী) আইন, ১৯৭৯ এবং নির্মাণ শ্রমিক (কর্মসংস্থানের নিয়মাবলী এবং পরিষেবার শর্তাবলী) আইন, ১৯৯৬-এর উল্লেখ করা হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা আইন, ২০০৮-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত আইনগুলির কার্যকারিতা এবং বিভিন্ন রাজ্যের গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে, আমরা রাজ্যগুলির প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করব এবং তারপরে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা সম্পর্কে উত্থাপিত বিষয়গুলি বিবেচনা করব।

২৫। এটিও আমাদের সামনে আনা হয়েছে যে বিভিন্ন হাইকোর্টও অভিবাসী শ্রমিকদের মামলাগুলির দিকে নজর দিয়েছে। হাইকোর্টগুলি হল,

সাংবিধানিক আদালতগুলি অভিবাসী শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তাদের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে এবং আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া সহ সমস্ত দিক বিবেচনা করার পরে সেই কার্যক্রমগুলি এগিয়ে যাবে।

২৬। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের হলফনামায় বিভিন্ন পদক্ষেপ, কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা আদেশ ও নির্দেশিকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর অধীনে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জারি করা আদেশ, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির দ্বারা গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দাবি করেছে যে তারা সমস্ত নির্দেশ ও নীতি অনুসরণ করছে এবং ত্রাণ শিবির, আশ্রয় শিবির, পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য ও জলের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের নিজ নিজ জায়গায় পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছে, রাজ্যের নীতি ও উদ্দেশ্যগুলির কোনও ব্যতিক্রম হতে পারে না, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যাদের উপর বিজ্ঞপ্তি, নীতি ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সেই প্রকল্পগুলি দক্ষতার সাথে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন হস্তক্ষেপকারীরা তাদের আবেদন এবং হলফনামায় প্রকল্প ও নীতিগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি এবং ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছে। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দায়িত্ব কেবল তাদের নীতি, পরিকল্পিত পদক্ষেপ, বরাদ্দকৃত তহবিল উল্লেখ করা নয়, বরং এই পদক্ষেপগুলি, প্রকল্পগুলি, সুবিধাগুলি যাদের কাছে পৌঁছায়, তাদের কাছে পৌঁছায় কিনা সে সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা ও তদারকি করতে হবে। আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের আধিকারিক ও কর্মীদের পদক্ষেপের সতর্কতা ও তদারকি সহজতর করার এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর দিচ্ছি। আমাদের এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ আধিকারিক, প্রশাসনের কর্মী এবং পুলিশ নিষ্ঠার সঙ্গে এবং কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু ত্রুটিগুলির দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা নথি থেকে আরও লক্ষ্য করি যে, যেখানেই রাজ্যগুলির পুলিশ আধিকারিক, আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, তাঁরা প্রশংসনীয় কাজ করছেন, কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যাঁরা তাঁদের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, সেই পরিযায়ী শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই ভুগছেন। সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যে আর্থিক সমস্যা রয়েছে, তা পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে সবসময় মানবিক উপায়ে মোকাবিলা করতে হয়। সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ/পুলিশ কমিশনার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারেন।

২৭। আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। যদিও রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল পরিযায়ী শ্রমিকদের সকল চাহিদা পূরণ করা,

তবুও এই কঠিন সময়ে বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিরাও অভিবাসীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সামগ্রিকভাবে সমাজটি পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা ও সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং এটি ব্যক্তিগতভাবে তার আবেগ ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল। বেসরকারি সংস্থাগুলি পরিযায়ী শ্রমিকদের সহায়তা করতে এবং মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে আসছে এবং তাদের খরচে খাদ্য, জল ও পরিবহন সরবরাহ করে সহায়তা করছে যা সমস্ত প্রশংসার যোগ্য।

২৮. পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি থেকে জানা যায় যে, ট্রেন, সড়ক বা অন্যান্য উপায়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আটকে পড়া শ্রমিকদের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার, রেল এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির সহায়তায় কাজ করছে। কিন্তু এখনও বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং গুজরাট রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকরা রয়েছেন। বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেলের নথি অনুযায়ী ট্রেনের চাহিদার সময়সূচী থেকে বোঝা যায় যে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ট্রেনের মোট চাহিদা হল ১৭১। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে রেল ও সড়কপথে পরিবহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, যাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের চাহিদা মেটানোর পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ কর্মসংস্থানের উৎস এবং তাঁদের জন্য খাদ্য ও রেশন সরবরাহের দিকে নজর দেওয়া যায়। রাজ্যগুলির সমস্ত বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতারা একমত যে, আটকে পড়া সমস্ত শ্রমিককে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে তাঁরা যে জায়গাগুলিতে আটকে রয়েছেন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে।

২৯। এইভাবে, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত আটকে পড়া শ্রমিকদের ট্রেন, বাস বা অন্য উপায়ে পরিবহণ করবে।

৩০. বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের শনাক্তকরণের জন্য ইতিমধ্যেই নিবন্ধনের প্রটোকল আহ্বান করা হয়েছে। আমরা আরও মনে করি যে, ইতিমধ্যে '২৮.০৫.২০২০'-এর নির্দেশ অনুযায়ী নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি সহজতর করা হবে। আমাদের অভিমত হল যে, সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা এখনও নিবন্ধিত হননি, তাঁদের দ্বারা অবিলম্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের সনাক্তকরণ সম্পন্ন করা হবে। পুলিশ স্টেশন এবং স্থানীয় প্রশাসনের অন্যান্য স্থানগুলি সহ আশেপাশের জায়গাগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিবন্ধনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটিকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আটকে পড়া শ্রমিকদের ট্রেন ও বাসে ভ্রমণের তথ্য স্থানীয় সংবাদপত্র,

স্থানীয় টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা উচিত যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়।

৩১। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আটকে পড়া শ্রমিকদের অধিকাংশই তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছেছেন। দ্বিতীয় প্রধান কাজ যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এখন করতে হবে, তা হল সেই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক/শ্রমিকদের যত্ন নেওয়া, যাঁরা তাঁদের কর্মসংস্থান বন্ধ করে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে এসেছেন। এই ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হল বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, শহরে পৌঁছে যাওয়া সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের নথি বজায় রাখা। পরিযায়ী শ্রমিকদের বিবরণ, তাঁদের দক্ষতার প্রকৃতি, তাঁদের পূর্ববর্তী কর্মসংস্থানের স্থান, গ্রাম, ব্লক এবং জেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর্তৃক প্রণীত নিয়মে বজায় রাখা হবে, যাতে রাজ্য কর্তৃপক্ষ ও জেলা কর্তৃপক্ষ এই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে। ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দ্বারা কাউন্সেলিং কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যাতে সরকারি প্রকল্প এবং এই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অন্যান্য সুযোগ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা যায় এবং যেখানে সম্ভব এই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি প্রসারিত করা যায় যাতে তারা অলস বসে না থাকতে পারে এবং রাজ্য তাদের একটি সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে উপস্থিত বিভিন্ন আইনজীবী এবং অন্যান্য আইনজীবী আরও জানিয়েছেন যে, কিছু পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা নিজেদের জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা তাঁদের মন পরিবর্তন করেছেন এবং শিল্প ও কারখানাগুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর তাঁরা পুনরায় চাকরিতে যোগ দিয়েছেন এবং ফিরে আসতে রাজি নন। আরও বলা হয়েছে যে, যে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজ জন্মস্থানে ফিরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন তাঁদের কর্মস্থলে ফিরে আসতে ইচ্ছুক এবং তাঁরা কর্মসংস্থানের সন্ধানে প্রত্যাবর্তন যাত্রার জন্য প্রস্তুত। রাজ্য প্রয়োজনীয় তথ্যও সরবরাহ করতে পারে এবং যাঁরা তাঁদের 'কর্মসংস্থান'-এ ফিরে যেতে চান, তাঁদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারে। রেল কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় হেল্প ডেস্ক তৈরি করে রাজ্যগুলিকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দেশের মানুষের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রকল্পগুলি ছাড়াও, প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে যা কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান সহ বিভিন্ন দিকের যত্ন নেয়। অভিবাসী শ্রমিক এবং অন্যান্য অভাবী ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং সেন্টার এবং হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সমস্ত প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করা উচিত যা রাজ্যগুলি দ্বারা জেলা পর্যায়ে এবং ব্লক স্তরে স্থাপন করা যেতে পারে যাতে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিকদের সাহায্য করা যায়। আমরা এটাও মনে করি যে, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নথিভুক্ত করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট রাজ্যে

বলবৎ করা হয় যা এই অভিবাসী শ্রমিকদের উপকার করতে পারে যাতে এই আদালত এই বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা জারি করার জন্য এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

৩২. এইভাবে, আমরা সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন দিকের প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত হলফনামা দাখিল করা হয়েছের জন্য আরও দুই সপ্তাহের সময় প্রদান করি, যা এই আদেশে লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার অভিবাসী শ্রমিকদের দ্বারা নেওয়া যেতে পারে এমন বিভিন্ন প্রকল্পগুলিও নথিভুক্ত করতে পারে যা দুই সপ্তাহের মধ্যে অতিরিক্ত হলফনামা দ্বারাও নেওয়া যেতে পারে,

৩৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ধারা ৬(২)(i) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারত সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ, রাজ্য সরকার এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষকে ২৫.০৩.২০২০ তারিখ থেকে দেশে কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪.০৩.২০২০ তারিখে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছিল। ২৫.০৩.২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর লকডাউন ব্যবস্থার কারণে এবং তাদের কর্মস্থল/কর্মসংস্থানের উৎস বন্ধ থাকার কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজ শহরে পৌঁছানোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে যেতে শুরু করেছিলেন। ভারত সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৯.০৩.২০২০ তারিখে এই সত্যটি লক্ষ্য করেছে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে: -

"যেখানে দেশের কিছু অংশে তাদের নিজ শহরে পৌঁছানোর জন্য বিপুল সংখ্যক অভিবাসী চলাচল করেছে, এটি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লকডাউন ব্যবস্থার লঙ্ঘন"।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের চলাচল বন্ধ করতে শুরু করেছে এবং অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কিছু প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনও নথিভুক্ত করেছে। সরকার কেবলমাত্র ২৯.০৪.২০২০ তারিখ থেকে অভিবাসী শ্রমিক, পর্যটক এবং শিক্ষার্থীদের চলাচলের অনুমতি দিয়েছে। রাস্তায় চলাচলের সময় লকডাউন ব্যবস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগ থাকতে পারে। কাজ বন্ধ থাকার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে রুটি রোজগারকারী অভিবাসী শ্রমিকদের তাদের নিজ শহরে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর এই অভিবাসী শ্রমিকদের চলাচলের পদক্ষেপ পরিস্থিতির কারণে নেওয়া হয়েছিল। আমাদের মতে, রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর ৫১ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ

এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর অধীনে লকডাউনের সময়কালে অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধের জন্য এই অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা/অভিযোগ প্রত্যাহার করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

৩৪. পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে, উপরে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা না করা পর্যন্ত অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য উপরে যা নির্দেশ করা হয়েছে তা ছাড়াও আরও কিছু নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন।

৩৫। এইভাবে, আমরা আমাদের ২৮.০৫.২০২০ তারিখের আদেশ দ্বারা ইতিমধ্যে জারি করা নির্দেশাবলী এবং উপরে নির্দেশিত পদক্ষেপগুলি ছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় টেমটরিগুলিকে আরও নির্দেশাবলী জারি করিঃ

(১) সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের রাজ্যে আটকে পড়া অভিবাসী শ্রমিকদের সনাক্তকরণ সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যারা তাদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক এবং ট্রেন/বাসে তাদের প্রত্যাবর্তন যাত্রার জন্য পদক্ষেপ নেবে যা আজ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

(২) উপরে উল্লিখিত ১৭১টি শ্রমিক ট্রেনের চাহিদা ছাড়াও, যে কোনও অতিরিক্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তনের সুবিধার্থে রেল ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেলের দাখিল করা হয়েছে শ্রমিক ট্রেনগুলি সরবরাহ করবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত প্রকল্পের বিশদ বিবরণ দিতে পারে যা পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গিয়ে পেতে পারেন।

(৪) সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি রাজ্যে বর্তমান সমস্ত প্রকল্পের বিবরণ দেবে, যার সুবিধা পরিযায়ী শ্রমিকরা কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সহ নিতে পারেন।

(৫) রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে এবং অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় যে সুবিধাগুলি তারা পেতে পারে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করার জন্য ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে কাউন্সেলিং কেন্দ্র, হেল্প ডেস্ক স্থাপন করবে।

(৬) নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে যাওয়া সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের বিবরণ তাঁদের দক্ষতা, কর্মসংস্থানের প্রকৃতি, পূর্ববর্তী কর্মসংস্থানের স্থানের বিবরণ সহ বজায় রাখতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের তালিকা গ্রাম, ব্লক এবং জেলা অনুযায়ী বজায় রাখা হবে যাতে প্রশাসনের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া যায় যা এই ধরনের পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

(৭) উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কাউন্সেলিং কেন্দ্রগুলি সেইসব অভিবাসী শ্রমিকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে যারা তাদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেছে এবং যারা তাদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে চায়।

(৮) সমস্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ৫১ ধারার অধীনে মামলা/অভিযোগ প্রত্যাহার এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধগুলি বিবেচনা করবে যারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর অধীনে প্রয়োগ করা লকডাউনের সময়কালে রাস্তায় চলাচল করে লকডাউনের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করেছে।

৩৬। ০৮.০৭.২০২০-এ বিষয়টিকে তালিকাভুক্ত করুন।

দিব্যা পান্ডে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen